ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

গ্ল্যামারগার্ল নয়, জাহ্নবীর অন্য মিশন — পৃঃ ৫

বিরল রেকর্ডে নাম লেখালেন অশ্বিন — পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৯৯ ● কলকাতা ● ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ২০ জুলাই, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মহামিছিল থেকে ১২০ কোটির দুর্নীতি ফাঁসের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাসের বিরোধিতায় পথে নেমেছে রাজ্য বিজেপি । আর সেই মিছিল শুরুর আগে ফের তারিখের রাজনীতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। আগামী মঙ্গলবার অর্থাত ২৫ তারিখ রাজেয়র বড়সড় দুর্নীতি ফাঁস করার হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, আইপ্যাককে ১২০ কোটি টাকার টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছে রাজয়।মিছিলের আগে সমাবেশ থেকে রাজ্য সরকারকে তুলোধোনা করেন দিলীপ ঘোষ। ভোট চুরি নিয়ে রাজ্য পুলিশকে তোপ দাগেন তিনি। এরপরই বিস্ফোরক দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'অনায্যভাবে আই প্যাককে ১২০ কোটি টাকার টেন্ডার পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।' এই দুর্নীতির সঙ্গে রাজ্য সরকারের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ওয়েবল জড়িয় রয়েছে বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। আবার কেন্দ্রের বিরোধী জোটকেও কটাক্ষ শানান তিনি। শুভেন্দুর খোঁচা, 'নামে ইন্ডিয়া থাকলেই যদি সফল হওয়া যেত তাহলে তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও এখনও থাকত।' আবার ২১ জুলাই প্রতি ব্লকে বিডিও অফিস ঘেরাওয়ের ডাক দেন সুকান্ত মজুমদার।তথ্য প্রমাণ-সহ সেই দুর্নীতি ফাঁসের হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু।

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন বেলাগাম হিংসার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এমনকী, ভোট লুঠেরও অভিযোগ এনেছে তাঁরা। এসবের প্রতিবাদে বুধবার মহামিছিল করল গেরুয়া শিবির। পুলিশি অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও এদিন

এরপর ৩ পাতায়

একটা বালতি ওল্টাতে পারে না, সরকার ফেলবে!

বঙ্গ বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত ভোট মিটতেই ফের বাংলার তৃণমূল সরকারকে ফেলে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি । সম্প্রতি কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপির মতুয়া নেতা শান্তনু ঠাকুর দাবি করেছিলেন, আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে বাংলার তৃণমূল সরকার পড়ে যাবে! এই প্রসঙ্গেই এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুধু এরাজ্যে নয় বিজেপির অত্যাচারে সারা দেশের মানুষ আজ অতিষ্ঠ। গোটা দেশে ওদের একটাই কাজ, যে সব রাজ্যে বিরোধী সরকার রয়েছে তাদের ফেলে দাও। সেজন্য ইডি, সিবিআইকেও বিজেপি দলীয় কাজে ব্যবহার করছে। এরই মোকাবিলায় আমরা সকলে মিলে জোট বেঁধে ইন্ডিয়া গড়েছি। পরবর্তী বৈঠক হবে মহারাষ্ট্রে।সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে রীতিমতো তাচ্ছিল্যের সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটা বালতি ওল্টাতে পারে না, সরকার ফেলবে!' সম্প্রতি রাজ্যে ৩৫৫ ধারা প্রয়োগের দাবিতে বারে বারে সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে এসেছে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমও। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আসলে বিজেপির এসব যে ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া কিছুই নয়,

এরপর ৩ পাতায়

কালীঘাটের কাকুর' টাকার উৎস খুঁজতে

ক্যামাক স্ট্রিট-সহ ৩ জায়গায় ইডির হানা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শহরে ফের ইডির হানা। ক্যামাক স্ট্রিট, এজেসি বোস রোড ও প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড এলাকায় তিনটি অফিসে অভিযান চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। এই তিনটি জায়গাতেই এক নির্মাণকারী সংস্থার অফিস রয়েছে। সেই অফিসগুলিতেই তল্লাশি চলছে বলে জানা যাচ্ছে।সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আর্থিক যোগের সন্ধান পেতে অভিযান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের।প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের।স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য প্যারোলে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি। প্যারোলের মেয়াদ শেষে জেলে ফিরে হঠাতই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তারপরই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে কালীঘাটের কাকুকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। আপাতত সেখানেই চিকিতসাধীন রয়েছেন তিনি।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নেমে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর বিরুদ্ধে বিভিন্ন তথ্য ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে এসেছে। সূত্রের খবর, কালো টাকা সাদা করতে হাওয়ালা যোগের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী অফিসাররা।প্রায় ১০০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইডির স্ক্যানারে

এরপর ৩ পাতায়

সাতকাহন

{কবিতা সংকলন}

ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল

সম্পাদনায়:- অদিতি আচার্য্য ও মৃত্যুঞ্জয় সরদার

* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling

লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া

১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
4. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।

নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।

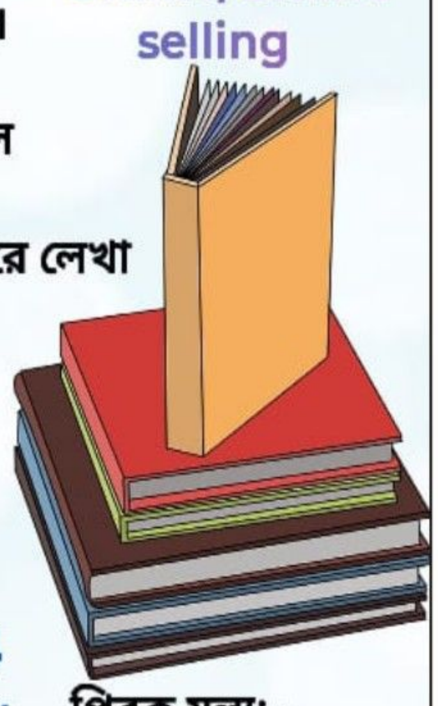

-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 7439971094
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

প্রিবুক মূল্য:-
২৫০ টাকা মাত্র

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অভিনেতা, সঙ্গীত এবং নৃত্য জগতের দিকপালরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।

আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।

Chayapoth Publication Facebook Page

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯
E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

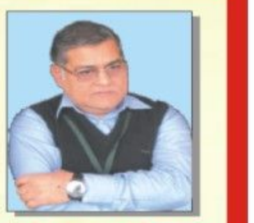
মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
	সর্বমোট	৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন
97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

নবদ্বীপের নিঁখোজ ব্যবসায়ীর দেহ মিলল,

ঘরের মেঝে খুঁড়ে পুঁতে রাখা হয়েছিল তাঁকে

নদিয়া: নিউজ সারাদিন : নবদ্বীপ থানার পুলিশের ততপরতায় ঘরের মেঝে খুঁড়ে উদ্ধার হল নিখোঁজ মধু ব্যবসায়ীর দেহ । অভিযুক্ত মন্টু মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মহিলাঘটিত কারণেই দুজনের বচসা হয়েছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছেন তাঁরা। তবে অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। ধৃত মন্টু মণ্ডলকে এদিনই আদালতে তোলা হয়।দশদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন ব্যবসায়ী সফিউল মণ্ডল । উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ায় তাঁর বাড়ি। ৯ জুলাইয়ের পর সফিউলের কোনও খোঁজ পাচ্ছিলেন না তাঁর স্বজনরা। বাদুরিয়া থেকে তাঁরা বেশ কয়েকবার নবদ্বীপে আসেন। অবশেষে মঙ্গলবার নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সফিউলের স্বজনরা। তদন্ত চালিয়ে পুলিশ পাকড়াও করেন মন্টু মণ্ডল নামে এক যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে, জেরায় ওই যুবক স্বীকার করে ৯ তারিখ সফিউলের বাড়িতে গিয়েছিল সে। তখন তাদের মধ্যে বচসা হয়। তারই জেরে বাঁশ দিয়ে সফিউলের মাথায় আঘাত করে তাকে খুন করে মেঝেতে পুঁতে দেয়। প্রমাণ লোপাট করতে পরে মেঝে প্লাস্টারও করে দেয়। বুধবার সকালে ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে প্লাস্টার খুঁড়ে মাটির নীচ থেকে সফিউলের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

টাকার জন্য পতাকা লাগাতে গিয়েছিল',

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বললেন গুলিতে নিহত যুবকের মা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোনও দলের কর্মী নয়, আমার ছেলে টাকার বিনিময়ে পতাকা লাগাতে গিয়েছিল', কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাড়িতে আসতে এমনটাই বললেন দিনহাটার মৃত যুবকের মা। ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোটের দিন দিনহাটা ভিলেজ ওয়ানে ভোটের লাইনে চিরঞ্জিত কার্জী নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।উল্লেখ্য, চিরঞ্জিতের গুলি লাগার পর তাঁকে যখন দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে চিরঞ্জিত বিজেপির কর্মী। পরবর্তীতে ঘাসফুলের পতাকার সঙ্গে একটি ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে তাঁকে তৃণমূলের সদস্য বলে দাবি করা হয়। তবে মৃত্যুর দিন থেকেই চিরঞ্জিতের মা দাবি করেছিলেন তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকেও সে কথাই বললেন চিরঞ্জিতের মা। নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'সবকিছুতে রাজনৈতিক খোঁজা উচিত নয়। ভোট আসে, ভোট যায়। মায়ের কোল ফাঁকা করে যে সন্তান চলে যায়, তাকে তো আর ফিরিয়ে দিতে পারব না। আমরা চাই দোষীরা যেন শাস্তি পায়। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে।' ঘটনার পর যুবকের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তৃণমূল ও বিজেপি উভয়েই তাঁদের দলের সদস্য বলে দাবি করে। বুধবার সেই মৃত যুবকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক।

এদিন মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে যুবকের মা বলেন, ওআমার ছেলে কোনওদিনই রাজনীতি করে না। শুধু টাকার জন্য পতাকা লাগাতে গিয়েছিল। আর সেখানেই কেউ বা কারা তাঁর ছবি তুলে নিয়েছেꣳ তিনি আরও জানান যেহেতু তেমন কোনও কাজ পাচ্ছিলেন না ওই যুবক, তাই অর্থের বিনিময়ে তৃণমূলের পতাকা লাগাতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। সেই ছবি নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে মায়ের আর্জি, তাঁর ছেলের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

ম্যাক্সিভিশন আই হসপিটাল, আভ্যন্তরীণ বিন্যাসগত প্রসার

এবং ক্রিয়াগত বৃদ্ধির এবং ভারতের নেতৃত্বপ্রদানকারী চক্ষু পরিচর্যা মঞ্চ হিসাবে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করার উদ্যোগ গ্রহণের লক্ষ্যে, কোয়াড্রিয়া ক্যাপিটালের মাধ্যমে ভারতীয় মুদ্রায় 1300 কোটি টাকা বিনিয়োগ করল

কলকাতা, 19ই জুলাই, 2023: নিউজ সারাদিন : এশিয়ার বৃহত্তম, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা ক্ষেত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা বেসরকারি ইকুইটি সংস্থা, কোয়াড্রিয়া ক্যাপিটাল ("কোয়াড্রিয়া"), আজ ভারতের নেতৃত্বপ্রদানকারী এবং দ্রুততম হারে প্রসারিত হতে থাকা বেসরকারি চক্ষু পরিচর্যা ক্লিনিকগুলির মধ্যে একটি, ম্যাক্সিভিশন আই হসপিটাল ("ম্যাক্সিভিশন") এ INR 1300 কোটি পর্যন্ত বিনিয়োগের বিষয়ে ঘোষণা করে। কোয়াড্রিয়া, ভারতের, বিশেষভাবে টিয়ার-2 এবং টিয়ার-৩ শহরগুলির যেগুলি ভারতীয় চক্ষু চিকিৎসা বাজারের দ্বারা অপর্যাপ্ত পরিষেবা প্রদত্ত রয়ে গেছে, চোখের চিকিৎসা ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিমাপ করা এবং পরিষেবা প্রদান করা জন্য ম্যাক্সিভিশনের সক্ষমতার ক্ষেত্রে সহায়তার লক্ষ্যে, চুক্ষু পরিচর্যা পরিষেবা ক্ষেত্রে বৃহত্তম বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটির প্রতিধিনিস্বরূপ, প্রাথমিকভাবে একটি অল্প পরিমাণ লভ্যাংশের জন্য প্রায় INR 600 কোটি বিনিয়োগ করবে এবং পরে একটি লভ্যাংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও INR 700 কোটি বিনিয়োগ করবে। সামগ্রিকভাবে, বৃহত্তর চক্ষু চিকিৎসা শিল্পটি গত বছরে INR 7000 কোটির অধিক বিনিয়োগ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিল।

1996 সালে প্রতিষ্ঠিত, ম্যাক্সিভিশন, অন্ধ্র প্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় নেতৃত্বপ্রদানকারী অবস্থান সহ, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের ছয়টি রাজ্যের 42টি কেন্দ্র পরিচালনা করে। কোম্পানীটি, সদ্যজাত এবং শিশুভিত্তিক চোখের পরিচর্যা ছাড়াও, ছানি অপারেশন, LASIK এবং RelEx স্মাইল ট্রিটমেন্ট, রেটিনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি এবং গ্লুকোমা, অকিউলোপ্লাস্টির জন্য চিকিৎসাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ণ মাত্রার চক্ষু পরিচর্যামূলক পরিষেবাগুলি প্রদান করে।

ম্যাক্সিভিশনের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি, ডক্টর জিএসকে ভেলু, বলেন:"বিগত কয়েক বছরে আমাদের ব্যবসা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে এবং আজকের তারিখে আমরা, বিশেষভাবে দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের, দ্রুততম হারে বৃদ্ধি পেতে থাকা এবং সর্বাধিক আস্থাযোগ্য চক্ষু পরিচর্যা প্রদানকারীদের মধ্যে একটি হিসাবে পরিগণিত হওয়ার জন্য গর্বিত। পরিচালনগত মূল্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোয়াড্রিয়ার বিশেষজ্ঞতা, মূলধন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধতা, ব্যয়সাধ্যাধীন এবং গুণমানযুক্ত চক্ষু পরিচর্যার প্রত্যাশাকারী রোগীদের জন্য অগ্রসর হওয়া, নতুন উদ্ভাবনাগুলির প্রবর্তন করা এবং প্রদান করা প্রচলিত রাখার উদ্দেশ্যে, আমাদের একটি আরও উত্তমতর অবস্থানে উন্নীত করবে।"

কোয়াড্রিয়া ক্যাপিটালের পার্টনার এবং হেড অফ সাউথ এশিয়া, সুনীল ঠাকুর, বলেন: "ম্যাক্সিভিশনে কোয়াড্রিয়ার বিনিয়োগ, আমাদের এশিয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে আঞ্চলিক নেতৃত্বের সঙ্গে, যারা বৃহত্তর জনসংখ্যার প্রতি একটি একক বিশেষজ্ঞতার মধ্যে পূর্ণ-পরিষেবাগুলি প্রদান করে, বিনিয়োগের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে দৃষ্টিগোচর করে। ম্যাক্সিভিশন, আভ্যন্তরীণ বিকাশ লাভ করা এবং শিল্পটির নেতৃত্ব প্রদানকারী বৃদ্ধি এবং লাভজনকতা বজায় রাখা সাথে সাথে, জীবন এবং ফলাফলগুলির উন্নতি করার ক্ষেত্রে সফলভাবে তাদের ক্ষমতার প্রদর্শন ঘটিয়েছে। আমতা তাদের নেতৃত্ব প্রদানকারী টিমটির সঙ্গে কাজ করার এবং বিশেষজ্ঞতা, প্রযুক্তি এবং বাজারগুলির ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বভিত্তিক এবং স্থানীয় নাগাল আনয়ন করার দ্বারা ম্যাক্সিভিশনের বৃদ্ধির পরবর্তী পর্যায়টির গতি বৃদ্ধির জন্য আশাবাদী।"

ম্যাক্সিভিশনের CEO, শ্রী সুধীর ভিএস, বলেন: "ভারতের চক্ষু পরিচর্যা পরিষেবাগুলির জন্য বাজার, আগামী পাঁচ বছরে বাৎসরিক 12% এরও অধিক হারে বৃদ্ধি হওয়ার জন্য সম্ভাবনাময়। আমাদের শক্তিশালী ব্রান্ড, চিকিৎসকদের তালিকা, এবং অংশীদারিত্বের কাঠামোর সাহায্যে, ম্যাক্সিভিশন লাভ ফসল তোলার এই বৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার জন্য সু-অবস্থানযুক্ত। কোয়াড্রিয়ার সহায়তার সাহায্যে, তাদের বিনিয়োগ ছাড়াও, ক্ষেত্রটিতে তাদের সুগভীর অভিজ্ঞতা উভয়ের মাধ্যমেই, আমরা সমগ্র ভারত বর্ষব্যাপী ব্যয়সাধ্যের অধীন, নাগালযোগ্য এবং উচ্চ-মানের চক্ষু পরিচর্যার জন্য এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হব।"

ভেদা কর্পোরেট অ্যাডভাইসারস ছিল, এই লেনদেনটির ক্ষেত্রে কোম্পানীটির জন্য এক্সক্লুসিভ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইসারস এবং প্রোমোটারস ম্যাক্সিভিশনের মত সুসংগঠিত শৃঙ্খলগুলির থেকে এককভাবে বিদ্যমান ক্লিনিকগুলির থেকে শেয়ার লাভ করা প্রত্যাশিত, এবং কোয়াড্রিয়া কোম্পনীটির জন্য. বিশেষভাবে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা এবং মধ্য প্রদেশে ক্রমবর্দ্ধিত অন্তর্মুখী অর্জনের মাধ্যমে, আরও অগ্রবর্তী হওয়া একটি সুযোগ দেখতে পায়।

কোয়াড্রিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের প্রসারিত নেটওয়ার্ক, অভিজ্ঞতা এবং এশিয় স্বাস্থ্য পরিচর্যা ক্ষেত্রে উপর দৃষ্টি নিবদ্ধতার মাধ্যমে তাদের সৃষ্টি করার সক্ষমতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। কোম্পানীর নিকট রয়েছে, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি এবং HCG এর জন্য একটি নেতৃস্থানীয় বিশ্বভিত্তিক রেফারেল সেন্টার, ভারতের নেতৃস্থানীয় অনকোলজি নেটওয়ার্ক, অওএ কে অন্তর্ভুক্ত করে, ভারতের নেতৃত্বপ্রদানকারী একক বিশেষজ্ঞতাভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাভিত্তিক কোম্পানী গুলির মধ্যে কয়েকটিতে তাদের সফল বিনিয়োগের একটি শক্তিশালী কর্ম-ইতিহাস।

বিজেএমসির প্রতিবাদ মিছিল

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বাংলায় সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রধান বিরোধী বিজেপি এখন ২১শে জুলাই রাজ্য জুড়ে সমস্ত বিডিও অফিস ঘেরাও করবে, শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের শহীদ দিবসের সমাবেশের দিন। আজ, উল্লিখিত প্রচারের সমর্থনে, ভারতীয় জনতা মজদুর সেল (বিজেএমসি) রাজ্য পার্টি অফিস থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলও বের করেছিল, যা বিজেপির সমাবেশে যোগ দেয়। উপরোক্ত তথ্য প্রদান করে, বিজেএমসি রাজ্য সভাপতি অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু বলেন, যে তৃণমূল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়েছিল এবং বিজেপি তার সন্ত্রাসের অবসান ঘটাবে।

পথ দুর্ঘটনায় চাচলে মৃত দুই আহত ১১

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : যাত্রীবোঝাই ভটভটি কে ধাক্কা মারার অভিযোগ মারুতি ভ্যানের বিরুদ্ধে। ঘটনায় মৃত দুই যাত্রী সহ আহত ১৩ জন। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য মালদহের চাঁচলের বিরস্থলী ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে। মৃত দুই জনের নাম তরীফুল আলী এবং সুজন আলী। দুইজনেই হরিশ্চন্দ্রপুর এক নং ব্লকের কনুয়ার রামপুরের বাসিন্দা জানা গিয়েছে চাঁচলের রামপুর গ্রাম থেকে ভটভটি করে ১৩ পরিযায়ী শ্রমিক তারা বেড়িয়েছিল বম্বে যাওয়ার জন্য কাজের উদ্দেশে। ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কের বিরস্থলি এলাকায় সেই ভটভটি যান টি ইঞ্জিনে জল ভরছিল হটাতই পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আশা একটি মারুতি ভ্যান সেই ভটভটি টি কে ধাক্কা মারে ভটভটি থেকে ছিটকে পড়েন যাত্রীরা এরপর স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদেরকে উদ্ধার করে চাচল হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অন্যদিকে একজনকে মালদা মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। ঘাতক গাড়ি এবং চালককে আটক করেছে পুলিশ।

ভাঙ্গন এলাকা পরিদর্শনে এসে, সেচ দপ্তর ঘুমাচ্ছে,

মন্ত্রী ফোন ধরছে না এমনি বিষ্ফোরক মন্তব্য করেন, উত্তর মালদার বিজেপির সংসদ

সানু ইসলাম : নিউজ সারাদিন : জুলাই এবারে হরিশ্চন্দ্রপুরে ভাঙ্গন পরিদর্শনে গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলাহার নদীর ব্যাপক ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নদীর ধারে থাকা রশিদপুর গ্রাম। ভাঙনের জেরে গ্রাম থেকে আর ৮০ মিটার দূরত্বে নদী, প্রবাহিত হচ্ছে। বিঘার পর বিঘা আমবাগান পাটের খেত নদীর তলায় চলে গিয়েছে এই ব্যাপক ভাঙ্গনের জেরে। গত সপ্তাহে এই এলাকা পরিদর্শন করেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা এলাকার বিধায়ক তাজমূল হোসেন। তার কয়েকদিন কাটতে না কাটতে আজ এলাকায় গেলেন উত্তর মালদার বিজেপি সংসদ খগেন মুর্মু। এদিন তিনি রশিদপুর এলাকায় গিয়ে প্রকাশ করে জানান নদীর জল বেড়ে গেছে আর এই সময় রাজ্য সরকার এখানে ভাঙ্গন রোধ করতে বাসের পাইলিং এবং মাটির বস্তা দিয়ে বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে। এইভাবে ভাঙ্গন রোধ করা যায় না। অর্থের অপচয় করছে স্থানীয় প্রশাসন। পাশাপাশি এদের দিনে রশিদপুর সহ এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম ঘুরে দেখেন। ভাঙ্গন দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি জানান অবিলম্বে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিআকর্ষণ করবেন।

সম্রাজ্ঞী
{কবিতা সংকলন}
ছায়াপথ প্রকাশনী
আলোর মিছিল
সম্পাদিকা:- অদিতি আচার্য্য
লেখা পাঠানোর প্রক্রিয়া
১. স্রষ্টার কবিতা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের হতে পারে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. what'sapp এ টাইপ বা document করে লেখা পাঠাতে হবে।
* GOVT. REGD
* ISBN allocation
* Online/Offline selling
নির্বাচিত সাহিত্যিকদের জন্যে থাকছে মানপত্র এবং মেমেন্টো।
-:লেখা পাঠানোর ঠিকানা:-
what's app :- 8207240867
সময়সীমা:- ৩০শে জুলাই, ২০২৩ এর মধ্যে।

বি: দ্র: - বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলা চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রীরা, সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।
আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপরাগ, একটি কপি প্রিবুক করে নেওয়ার অনুরোধ জানাই।
Chayapoth Publication Facebook Page

১-ম পাতার পর

মহামিছিল থেকে ১২০ কোটির দুর্নীতি ফাঁসের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুপুর থেকেই কলেক স্ট্রিটে জমায়েত করেন বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা। একই মঞ্চে হাজির ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এদিনের মিছিল থেকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তকমা সরাতে মরিয়া ছিলেন তিনজনই।

১-ম পাতার পর

একটা বালতি ওল্টাতে পারে না, সরকার ফেলবে! বঙ্গ বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

বাংলার মানুষ তৃণমূলের সঙ্গেই রয়েছেন- সেটাই স্পষ্ট করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।আগামী লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মোবাকিলায় মঙ্গলবারই বেঙ্গালুরুতে বসেছিল ২৬টি দলের বৈঠক। সেই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কাল থেকে তো ভয়ে থরথর করে কাঁপছে!' খানিক থেমে নিজস্ব স্টাইলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'লেট আস চ্যালেঞ্জ, ভাজপা ক্যান ইউ চ্যালেঞ্জ ইন্ডিয়া?' খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'ওদের একটাই কাজ হিংসা ছড়াও, বিভেদ ছড়াও আর মানুষের রক্ত নাও। এবার সারা দেশের মানুষ ওদের সঙ্গে বদলা নিতে তৈরি হচ্ছে। ইন্ডিয়ার (২৬টি দলের নবগঠিত জোটের নাম) মাধ্যমেই ভোট বাক্সে মানুষ এর বদলা নেবে।'ভোট পরবর্তী হিংসায় আহতদের দেখতে এদিন বিকেলে এসএসকেএম হাসপাতালে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। আহতরা মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁদের ওপরে হওয়া অত্যাচারের বিবরণ দেন। তাঁদের চিকিতসার যাবতীয় খোঁজখবরও নেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই বাইরে এসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা হিংসা হিংসা বলে চিতকার করছে, সেই বিজেপিই সবচেয়ে বেশি অত্যাচার করছে। ভোটে জিততে পারেনি বলে নন্দীগ্রামে আমাদের এক সমর্থকের বউ, ছেলে-মেয়ে সমেত পুরো বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোনওমতে ওরা প্রাণে বেঁচেছে।

১-ম পাতার পর

কালীঘাটের কাকুর' টাকার উৎস খুঁজতে ক্যামাক স্ট্রিট-সহ ৩ জায়গায় ইডির হানা

রয়েছে বলে খবর। কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিসারদের সন্দেহ, ওই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে টাকা ঘোরানো হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র টাকা এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে খাটানো হত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। সেই সূত্র ধরেই আজ বিকেলে পাঁচটা নাগাদ হানা দেয় ইডি।

উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যেই কালীঘাটের কাকুর বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য হাতে এসেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার। বর্তমানে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ভর্তি রয়েছেন এসএসকেএম হাসপাতালে। তাঁকে কার্ডিওলজি বিভাগে রাখা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ড থেকে কার্ডিওলজি বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছে তাঁকে। আপাতত তিনি কার্ডিওলজি বিভাগের আইসিইউতে ৯ নম্বর বেডে কালীঘাটের কাকু চিকিতসাধীন রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।

রেজিন ট্রিটেড কম্প্রেসড উড ল্যামিনেটস্থ এবং

বাড়িতে ব্যবহারের ইন্স্যুলেটেড ফ্লাস্ক, বোতল এবং কন্টেনারের গুণগত উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা জারি করল ডিপিআইআইটি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের আওতাধীন শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসার দপ্তর বা ডিপিআইআইটি 'রেজিন ট্রিটেড কম্প্রেসড উড ল্যামিনেটস্থ এবং বাড়িতে ব্যবহারের ইন্স্যুলেটেড ফ্লাস্ক, বোতল এবং কন্টেনারের গুণগত উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণে ১৪ জুলাই, ২০২৩ দুটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। ছ'মাস পরএ এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। দেশে পণ্যের গুণমান রক্ষার পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য এবং উপভোক্তাদের সুরক্ষার প্রশ্নেও বিশেষ কার্যকর হবে এই পদক্ষেপ। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভারতে প্রস্তুত কিংবা আমদানী হওয়া ঐ ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে আইএস শংসাপত্র বাধ্যতামূলক। পণ্যের গুণমানের বিষয়টির উপর বারবারই জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশে প্রস্তুত পণ্যের গুণমান নিশ্চিত হলে আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন সফল হবে এবং বৈশ্যিক সমৃদ্ধির প্রশ্নেও তাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে তিনি মনে করেন। সেই অনুযায়ী, দেশে পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ নিয়েছে ডিপিআইআইটি। তারা যৌথভাবে কাজ করছে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস -এর সঙ্গে। ৩১৭টি পণ্যের ক্ষেত্রে গুণমান সংক্রান্ত নতুন ৬৪টি নির্দেশিকা জারি হয়েছে। শিল্প মহলের মতামত পাওয়ার পর এইসব নির্দেশিকার আইনি দিকটি খতিয়ে দেখবে সংশ্লিষ্ট দপ্তর। এরপর, তা তুলে দেওয়া হবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে। সদস্য দেশগুলি ৬০ দিনের মধ্যে এ বিষয়ে মতামত জানাতে পারবে। তবে, অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগগুলির ক্ষেত্রে এইসব নির্দেশিকা কার্যকর করার সময়সীমা নমনীয় রাখা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকাগুলি বলবৎ হলে বিআইএস-এর শংসা নেই এমন পণ্যের মজুত ও বিক্রি বিআইএস আইন, ২০১৬ মোতাবেক নিষিদ্ধ হবে। এই আইন অমান্য করলে প্রথমবার ২ বছরের কারাদন্ড এবং অন্তত ২ লক্ষ টাকা জরিমানার সংস্থান রয়েছে। দ্বিতীয়বার বিচ্যুতি ঘটলে জরিমানার ন্যূনতম পরিমাণ দাঁড়াবে ৫ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ হতে পারে মজুত হওয়া পণ্যের দামের ১০ গুণ পর্যন্ত।

ভোটের সময় আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে প্রচারের জন্য

জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলিকে ডিজিটাল টাইম ভাউচার দেবে ভারতের নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের সময় আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে প্রচারের জন্য জাতীয় এবং রাজ্যস্তরের রাজনৈতিক দলগুলিকে সময় বরাদ্দ করার কাজটি এখন থেকে হবে অনলাইনে। ভারতের নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির সরকারি মালিকানাধীন গণমাধ্যম ব্যবহার করার বর্তমান বিধিনিয়ম সংশোধন করেছে। একটি তথ্যপ্রযুক্তি মঞ্চের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলিকে ডিজিটাল টাইম ভাউচার দেওয়ার সংস্থান থাকছে। ফলে নির্বাচন কমিশন/মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কাগজে টাইম ভাউচার সংগ্রহ করার ঝামেলা এড়াতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলি। প্রযুক্তির প্রসারের বিষয়টি মাথায় রেখে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলির আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত হিসাবপত্র অনলাইনে পেশ করার জন্য চালু হয়েছে একটি ওয়েব পোর্টাল।

প্রেক্ষাপট

১৯৫১-এর জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩৯এ ধারার ভিত্তিতে এই প্রকল্পের বিষয়ে প্রথমবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় ১৯৯৮-এর ১৬ জানুয়ারি। এরপর জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর গোটা বিষয়টির চূড়ান্ত রূপরেখা স্থির হয়। প্রকল্পটির আওতায় জাতীয় এবং রাজ্যস্তরে স্বীকৃত প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সমতার ভিত্তিতে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনে ভোটের প্রচারের জন্য সময় দেওয়া হবে। এর অতিরিক্ত সময় দেওয়ার ক্ষেত্রে লোকসভা এবং বিধানসভায় সর্বশেষ নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলটির ফলাফল কেমন সে বিষয়ে বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটের প্রচারের জন্য ডিজিটাল টাইম ভাউচার দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত গোটা বিষয়টিতে স্বচ্ছতা নিয়ে আসবে।

পিআইবি, কলকাতার উদ্যোগে মেদিনীপুরে সংবাদ মাধ্যমের

প্রতিনিধিদের একদিনের কর্মশালা "বার্তালাপ"

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সরকার এবং গণমাধ্যমের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে বার্তালাপ মঞ্চটিকে, বললেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চলীয় মহানির্দেশক ভূপেন্দ্র কাইন্থোলা। পিআইবি, কলকাতার উদ্যোগে মেদিনীপুরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের একদিনের কর্মশালা "বার্তালাপ"-এর আজ উদ্বোধন করেন তিনি। শ্রী কাইন্থোলা তাঁর ভাষণে বলেন, সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির রূপায়নে কোনো খামতি থাকলে সংবাদ মাধ্যমের উচিত তা তুলে ধরা-যাতে তা সংশোধন করা যায় এবং উপযুক্ত প্রাপকরা যথাযথ পরিষেবা পান। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্যাদি জানানোর এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। শ্রী কাইন্থোলা তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও নীতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর উদ্যোগের নানান দিক তুলে ধরেন। দেশের সুবিশাল ডিজিটাল পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, আজকের বিশ্বের সামনে ভুয়ো খবর ও তথ্য এক বড় সমস্যা ও বিপদ। ভিত্তিহীন খবর চিহ্নিত করতে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সজাগ থাকতে হবে বলে তিনি মনে করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে পিআইবি কলকাতার প্রাক্তন অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রী দেবাঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, সেবা, সুশাসন এবং গরিব কল্যাণ হল নরেন্দ্র মোদী সরকারের মূল মন্ত্র। এই ৯ বছরে আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগ, দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোরদার করার পাশাপাশি সরকারের গৃহীত একের পর এক জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচি ভারতকে বিশ্বের দরবারে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ডিজিটাল ক্ষেত্রে বহু দূর এগিয়ে গেছে দেশ। উন্নত হয়েছে নাগরিকদের জীবন-যাপন। আকাশবাণী কলকাতার প্রোগ্রাম এক্সিকিউটিভ ডঃ মানস প্রতিম দাস 'বিজ্ঞান এবং জি-২০' বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশন দেন। অর্থনৈতিক প্রগতির পাশাপাশি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও ভারত একের পর এক মাইলফলক পেরিয়ে চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। মাল্টি মিডিয়া সাংবাদিক শ্রী জয়দীপ দাশগুপ্ত ভুয়ো খবর রোধ করার বিভিন্ন পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। এই কর্মশালায় পিআইবি-র প্রেস রিলিজ, ইনফোগ্রাফিক্স এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে কিভাবে পিআইবি-র ওয়েবসাইট, ফেসবুক এবং টুইটার হ্যান্ডের থেকে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি এবং অন্য নানা ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যেতে পারে সেবিষয়ে জানানো হয়। পিআইবি-র যুগ্ম অধিকর্তা শ্রীমতী চিত্রা গুপ্ত ছিলেন অনুষ্ঠানটির পরিচালনায়। অনুষ্ঠানটির অংশ হিসেবে আয়োজিত আলাপচারিতা অধিবেশনে সাংবাদিকরা তাঁদের দৈনন্দিন কর্মনির্বাহের ক্ষেত্রে সামনে আসা সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন শ্রীমতী গুপ্ত। কর্মশালায় যোগ দেন প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক। ছিলেন ঘাটাল এবং খড়গপুরের সাংবাদিকরাও। "৯ বছর : সেবা, সুশাসন এবং গরিব কল্যাণ" শীর্ষক একটি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে সেনট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের মেদিনীপুরের ক্ষেত্রীয় কার্যালয়।

ভারতবর্ষকে অত্যাধুনিক টেকনোলোজি দিতে প্রস্তুত আমেরিকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আমেরিকার সাথে ভারতবর্ষের সম্পর্ক যে সম্প্রতি ভালো হয়েছে বেশ তা আর নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে বেশ কিছু বছর আগে ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক সেভাবে ভালো ছিলনা। আর সেই কারনে তাদের থেকে সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করতে পারত না সেনাবাহিনী। আর সেই কারনে কিছুটা বাধ্য হয়েই হয়তো রাশিয়ার থেকে ক্রয় করতে হত প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র।যদিও ট্রাম্প প্রশাসন বুঝতে পারে ইন্দোপ্যাসিফিক এলাকায় চীনের বিরুদ্ধে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার পাশাপাশি ভারত তাদের সবচেয়ে বড় পার্টনার। আর সেই কারনে ২০১৭-১৮ থেকে আমেরিকা ভারতের সাথে মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেমে কাজ করতে আগ্রহী হয়।

অর্থাত যখন দরকার ছিল ভারতবর্ষের, তখন তারা তাদের অত্যাধুনিক ডিফেন্স সিস্টেম দেয়নি, রাশিয়ার সাথে চুক্তি হওয়ার পর এখন তারা চাইছে তারা তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দিতে, নইলে তারা তাদের নিষেধাজ্ঞা চাপাতে চলছে। অর্থাত আমেরিকা যখন যেটা চাইবে তখন সেটা করবে, তবে আমেরিকার এই চিন্তা বা ভাবনা যে আর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে খাটবে না তা ইতিমধ্যে বুঝেগেছে বাইডেন প্রশাসন।তবে বর্তমানে ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্ক ভালো হওয়ার কারনে তারা একাদিক অত্যাধুনিক টেকনোলোজি ভারতকে দিতে প্রস্তুত।

কিছুমাস আগে পেন্টাগন তাদের ৮১ পাতার একটি রিপোর্টে জানিয়েছে যে ("মিসাইল ডিফেন্স রিভিউ") এর আগের ট্রাম্প প্রশাসন ভারত কে ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্রাটেজির প্রধান অংশ হিসাবে দেখেছে। আমেরিকা ভারতের সাথে মিসাইল ডিফেন্সে কাজ করতে চায় যা উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীর করে তুলবে বলে ভাবা হচ্ছে। এই রিপোর্টে রাশিয়া এবং চীনের মিসাইল ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট কে আমেরিকার জন্য হুমকি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে এই রিপোর্টে এটাও স্বীকার করা হয়েছে যে পূর্বে আমেরিকা ভারতকে তাদের মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম দিতে অস্বীকার করেছিল। পাশাপাশি রিপোর্টে এটিও বলা হয়েছিল যে কিছু বছর পূর্বে ভারত আমেরিকা থেকে "Thaad" ক্রয় করতে চায়, তবে ততকালীন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ভারতকে তাদের অত্যাধুনিক মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম দিতে চায় নি, আর সেই কারনে নিউদিল্লী বাধ্য হয়ে রাশিয়ার সাথে S-400 চুক্তি করে।

আগামী মাসেই ছুটবে ভারতের প্রথম সূর্যযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২০ সালেই হওয়ার কথা ছিল। হয়নি। করোনা অতিমারির জন্য পিছিয়ে গিয়েছিল। ২০২৩ সালে আবার তার লগ্ন ঘুরে এল। সূর্য অভিযানের লগ্ন। ভারতের প্রথম সূর্য মিশন। অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ। এখন চন্দ্রযান-৩ নিয়ে হইহই চলছে। এই আবহেই এবার সূর্যের তত্ত্ব-তালাশ। আগামী ২৬ অগাস্ট ইসরোর তথা ভারতের প্রথম সৌর মিশন আদিত্য এল-১ লঞ্চ হবে।বহুচর্চিত চন্দ্রযান-ত-এর উতেক্ষপণ হয়ে গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তার অভিযান মসৃণ রয়েছে। যথাবিহিতই সে উড়ে চলেছে। ভারতের মহাকাশপ্রযুক্তির দিক থেকে খুবই বড় ঘটনা। এর আগের মিশন, চন্দ্রযান-২, ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, এই মিশনে বাড়তি নজর। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (ইসরো) চন্দ্রযান-৩ বহনকারী যে স্পেসর্ক্যাফট লঞ্চ করল সেটি ভারতের হেভিয়েস্ট জিএসএলভি। তৈরি করা হয়েছে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে। চাঁদে এর সফট ল্যান্ডিং ঘটবে। এটি চাঁদ সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করবে। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই প্রকল্প নিয়ে ইসরো খুবই আত্মবিশ্বাসী ও উচ্ছ্বসিত। তারা জানিয়েছে, লুনার সারফেসে বা চাঁদের মাটিতে ঘোরার সময়ে চন্দ্রযান-৩ চাঁদের ভূ-প্রকৃতি ও তার পরিবেশ নিয়ে 'ইন-সিটু কেমিক্যাল অ্যানালিসিস' চালাবে। এটি চাঁদের দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে ঘোরাফেরা করবে। চন্দ্রযান-৩ -এর মাধ্যমে চাঁদের মাটিতে যান নামিয়ে চাঁদ-চর্চা শুরু করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেকর্ড করে ফেলবে ভারত। এই বিরল কাজটি সুষ্ঠু ভাবে করার ক্ষেত্রে বিশ্বে চতুর্থ দেশ হতে চলেছে ভারত।ঐতিহাসিক মুহূর্ত সন্দেহ নেই। চন্দ্রযান-৩ ২৩ বা ২৪ অগাস্ট নাগাদ চাঁদের মাটিতে পৌঁছবে, আর এর দিনতিনেক পরেই ইসরোর ভাবনায় রয়েছে সূর্যমিশন।ইসরো' এই সূর্যমিশনে লঞ্চ করবে 'আদিত্য এল-১' নামক যান। সান-আর্থ সিস্টেমের হ্যালো অরবিটের ল্যাগরেঞ্জ পয়েন্টে-১ -এর সন্নিহিত অঞ্চলে যাবে এই আদিত্য। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। এই অবস্থানে থেকে সূর্যকে ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবে যানটি। গ্রহণ বা অন্য কোনও অন্তরায় ঘটবে না। কী দেখবে এই যান? দেখবে সূর্যের নানারকম কার্যপ্রক্রিয়া, দেখবে মহাকাশের আবহাওয়ার উপর কী প্রভাব ফেলে সূর্যের এই সব কর্মকাণ্ড।

'আদিত্য এল-১' কে একটি পিএসএলভি (পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল)-র মাধ্যমে মহাকাশে পাঠানো হবে। ধরা হয়েছে, লঞ্চের পর থেকে অন্তত ৪ মাস সময় লাগবে এর নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৯৯ সংখ্যা ২০ জুলাই, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সংসদের বাদল অধিবেশন শুরুর আগে বুধবার সব দলের বৈঠক ডাকল কেন্দ্র

বাদল অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে প্রথামাফিক সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বুধবার দিল্লিতে হওয়া এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যেরা। তবে প্রধানমন্ত্রী এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায়নি। অতীতে এই ধরনের বেশ কিছু বৈঠকে অবশ্য উপস্থিত থেকেছেন মোদী।বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। মঙ্গলবারই বেঙ্গালুরুতে ২৬টি বিরোধী দল এক হয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে। অন্য দিকে ভোটের আগে ঘর গোছাতে নেমেছে এনডিএ-ও। বাদল অধিবেশনে বিরোধী দলগুলির মধ্যে বোঝাপড়া এবং কক্ষ সমন্বয়ের ছবি দেখা যেতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন। বিরোধী দলগুলির মনোভাব বুঝতে এবং নিজেদের বক্তব্য জানাতে সংসদের প্রতিটি অধিবেশন শুরুর আগেই এই ধরনের বৈঠক হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবারেই শুরু হতে চলেছে সংসদের বাদল অধিবেশন।সরকারের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বুধবারের বৈঠকে সংসদে প্রতিনিধি থাকা সব ক'টি দলের সঙ্গে আসন্ন অধিবেশনের সম্ভাব্য আলোচ্যসূচি নিয়ে আলোচনা হবে। দিল্লির রাজনীতিতে গুঞ্জন যে, এই বাদল অধিবেশনেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সংসদে পেশ করতে পারে সরকার। আবার দিল্লির অর্ডিন্যান্স নিয়েও আরও এক কদম এগোতে পারে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই সব বিষয়ে বুধবার আলোচনা হয় কিনা, তা-ই এখন দেখার।

মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় একটি সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন। কিন্তু ওই দিন দিল্লিতে এনডিএ এবং বেঙ্গালুরুতে বিজেপি বিরোধী দলগুলির বৈঠক থাকায় অধিকাংশ নেতাই উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানান। বৈঠক স্থগিত করে দেন ধনখড়। দলের রণকৌশল ঠিক করতে বুধবার সর্বদলীয় বৈঠকের পাশাপাশি, আলাদা করে বৈঠকে বসছেন বিজেপি নেতারাও। এনডিএ-র শরিক নেতারাও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে বিজেপির একটি সূত্রের খবর।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড পরিষেবায়

আরও কঠোর স্বাস্থ্য দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ঘিরে আরও নতুন পদক্ষেপ নিল স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে দুর্নীতি রুখতে আরও কঠোর পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দফতরের। যদি এক বছরে বেসরকারি যে কোনও হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড প্রসঙ্গে দশবার অনিয়ম দেখা যায়, তবে ভবিষ্যতে ওই হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ব্লক হয়ে যাবে অর্থাৎ ওই হাসপাতালে স্বাস্থ্য সাথী কার্ড-এর কোনও পরিষেবা মিলবে না। অভিযোগ, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে সামনে রেখে এক শ্রেণীর অসাধু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যাপক খরচ দেখাচ্ছে। ভুয়ো রোগী বা অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প থেকে দেদার টাকা তুলে নিচ্ছে। এহেন বেআইনি কাজ রুখতে জেলাভিত্তিক নজরদারি দল রয়েছে। সেসব কাজের জন্য স্বাস্থ্যদফতর নতুন সফটওয়্যার তৈরি করেছে। অন্তত দু'হাজার বেসরকারি - হাসপাতাল ও নার্সিংহোমকে যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ২০০ সরকারি চিকিৎসককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির ভুল-ত্রুটি ধরবেন। সতর্ক করবেন। সম্প্রতি এই নিয়ে 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিভ প্রসিডিওর' প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্যদফতর। এমনকি বেশ কিছু হাসপাতালকে গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা।

মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেয় স্বাস্থ্য ভবন। এমনকি যদি কোনও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা হয় তাহলে ওই চিকিৎসক স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় কোনও চিকিৎসা করতে পারবেন না বলেই হুঁশিয়ারি দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্যসাথীর জন্য যে সফটওয়্যারে তথ্য নথিভুক্ত করা থাকে, সেই সফটওয়্যার এমন ভাবেই তৈরি করা হচ্ছে বলে জানানো হয় স্বাস্থ্য ভবনের পক্ষ থেকে। তবে কোনও ত্রুটি হলে তা ধরা হবে সে কথাও কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন। কোনও রোগীর চিকিৎসায় বাস্তবে যা খরচ হয়েছে তা বিকৃত করে মিথ্যা হিসাব দিয়ে ধরা পড়লে চরম শাস্তি পেতে হবে। আবার দিন-তারিখ বদল করে অনিয়ম করে ধরা পড়লে মাঝারি ধরনের শাস্তি মিলবে। আর একই খরচ একাধিকবার ধরা পড়লে জেল ও জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে। বেসরকারি নার্সিংহোম ও হাসপাতালগুলিকে তিনটি রঙে তাদের অপরাধ চিহ্নিত করা হবে। লাল- গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে এই রঙ মিলবে। হলুদ- মাঝারি ধরনের অপরাধ করলে এই রঙ দেওয়া হবে। আর সবুজ-খুব কম অনিয়মের ক্ষেত্রে এই রঙ মিলবে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যাও, অভিশাপ দিলুম, এরপর থেকে যার দিকেই চাইবে, সে-ই ভষ্ম হয়ে যাবে।" এরপর ঘটনাচক্রে গণেশের জন্ম হল। সকল দেবদেবীর সঙ্গে শনিও গেলেন গণেশকে দেখতে। কিন্তু স্ত্রীর অভিশাপের কথা স্মরণ করে তিনি গণেশের মুখের দিকে তাকালেন না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের বাঁচার ইচ্ছা প্রবল, আধ্যাত্বিক বিষয়ে যারা দিনের পর দিন উপলব্ধি করেছে ঈশ্বর তাদের পাশে আছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে প্রমাণিত। জীবনে চলার পথে প্রচুর মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই লেখাটি শুরু করার আগেই আমার একান্ত মতামত তুলে ধরতে চাই। আমার সাংবাদিকতা জীবনে, আমার উপরে অত্যাচার অবিচার অন্যায় কিনা হয়নি, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দিয়েছিল এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা। আজও অত্যাচার অব্যাহত। এই কথাটি বলা বা লেখার একান্ত ইচ্ছা না থাকলেও মানবজীবনের অনুভূতির পিছনে লুকিয়ে থাকে, সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাস।২০০৮ সালে সত্য সংবাদ প্রকাশ করার ফলে ,পরিনাম হয়েছিল আমার জীবনে ভয়ংকর। শাসক দলের নেতারা আমাকে ঘরছাড়া করে দিয়েছিল।ক্যানিং এর এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিত্ব, আমার বন্ধু, তিনি ধর্ম চর্চা করতেন দিপেন্দু।এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন। দিব্যেন্দুর হাত ধরে আমি শিয়ালদায় একটি জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলাম। হিন্দু ধর্মের নেতা তপন কুমার ঘোষের বাড়িতে।সেসময় কিছু ধর্ম চর্চা শুরু হয়েছিল আমার জীবনে এই সব হিন্দু নেতাদের সন্ধিক্ষণে এসে। আসলে আমি ধর্ম টা যেভাবে উপলব্ধি করেছি সেটি একটা মনের বিশ্বাস, আর একটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথিক। আজকে আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি বা সাম্প্রদায়িকতা করি ,এগুলো কিছু মানুষ উস্কানিমূলক ভাষণ বা বক্তব্য দিয়ে সমাজে ধর্মকে বিভক্ত করছে।ধর্মের মধ্যে মানুষকে ধার্মিক ভাবে, সত্যের পথে অবলম্বন করার একটাই রাস্তা, এটাই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। একশ্রেণীর মানুষ নিজের সুবিধা চিরাচরিত তা করার জন্য ,তারা ধর্মকে সামনে রেখে, তাদের নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। মানুষের সুবিধার্থে জন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, সবার আগে মানুষ তারপরে ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনভাবে ধর্ম হতে পারে না।ধর্মের নাম করে আজকে যে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করছে বা রাজনীতি করছে, এটা কোন ধর্মের মানুষের করা উচিত নয়।সব ধর্মকে সম্মান মান্যতা দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে মানুষ মানুষের জন্য এটাই ভেবে পথ চলা উচিত। ধর্মের ইতিহাস আমাদের হয়তো অনেকের জানা নেই, তবে আজ আমার ধর্ম বা জাতি নিয়ে লেখার বিষয়বস্তু।

পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা ও ইতিহাস বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লিখা যাবে। কিন্তু মূল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ণ অনুমান। থাকতে হবে কল্পনার প্রখর শক্তি। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন{ ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেইজ } কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে 'প্রাকৃতিক পরিবেশে' বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে কল্পনা ও অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে। তখন না ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না ছিল নির্দিষ্ট কোনো ভাষা, না ছিল উত্তম বাসগৃহ, না ছিল চলাফেরা করার মত উত্তম রাস্তা-ঘাট। যা ছিল তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, ছিল নিরাপত্তার চরম অভাব, আর ছিল খাদ্য অন্বেষণের জন্য শিকার ও চাষবাসের নানাবিধ প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস ও জাগতিক বহুমুখী শিক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে "মানুষ জাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" ঘটেছে শতাব্দি ও সহস্রাব্দির ধাপে ধাপে। তৎসঙ্গে মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর শতাব্দির চাকায়।তবে মানুষ আদিম কাল থেকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতো। যেমন: ঝড় তুফান, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, ফসলের উপর পঙ্গপালের আক্রমণ এবং নানাবিধ ভয়ানক রোগ ব্যাধি। এসব ছিল মানুষের জন্য অত্যাধিক আতঙ্ক ও জীবন হুমকির ব্যাপার। মানুষ ঐ সমস্ত দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রকাশ্যে বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পন করে কান্নাকাটি করতো এবং খুশি করার জন্য পূজো ও দিতো। প্রধান প্রধান শক্তিগুলো হলো: বিক্ষুব্ধ বাতাস, সাগর,তারপর পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, অন্ধকারের ভূত প্রেত, ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু , আগুন ও পানি। একারণে সুদুর অতীক কাল থেকে কোনো কোনো সম্প্রদায় কিংবা কোনো কোনো এলাকায় কল্পিত পানির রাজাকে (বা দেবতাকে) খুশি করার জন্য পানিতে পূজো দেয়ার ব্যবস্থা করে। তাই সাগর, হ্রদ, দীঘি ও নদীর জলের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানো, মিষ্টি ফল বিতরণ করা ছাড়াও উপঢৌকন হিসেবে নানাবিধ অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি দেয়া হতো। যা আজো পৃথিবীর ভিবিন্ন আদি সমাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় বঞ্চিত দেশগুলোর আনাচে কানাচে হচ্ছে। এসব ব্যবস্থাপনা শুরু হয় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক'জন মিলে, নানাবিধ পরামর্শের পর। এভাবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে শুরু করে তখন আদিম মানুষ বাতাসকে ক্রোধান্বিত না হওয়ার জন্য নানা রকমের ছড়া কাটতে কাটতে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতো সুগন্ধিফুল, শস্য দানা ইত্যাদি। সূর্য যখন উদয় হয় তখন সমস্ত আঁধার কেটে যায়। অন্তর থেকে দূর হয় বন্যপ্রাণীর আক্রমনের ভয়, ভূত প্রেতের ভয়। শিকার, কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হয় সুবিধে। সূর্যের আলো দ্বারা হয় শীত নিবারণ। অতএব সূর্য হচ্ছে এক বিশাল উপকারি দেবতা। সুতরাং সূর্যকে খুশী না করলে ওটা মাঝে মাঝে রাগ করে বসে। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চায় (খরা) আবার বৃষ্টির সময়ে গর্জন করে (বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দ্বারা) নানা বিপত্তি ঘটায়। অতএব সূর্য দেবতা ভীষণ শক্তিশালী, ওকে খুশ রাখা খুবই জরুরি। এরকম মানসিক ধারণা থেকে সূর্যকে মানুষ নানা ভাবে পূজো দিতে শুরু করে। অনেক আদিম সমপ্রদায় আগুনকে সূর্যের প্রতিনিধি মনে করে অগ্নিপূজা করতো। এভাবে ভয়ের কারণে আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ।এই থেকে শুরু ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মের বিষয়বস্তু।তবে সুধিরঞ্জন হালদারের লেখাতে ধর্মের কথাটা কিছুটা উল্লেখ করে গেছেন।

মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক কর্তৃক ভারতবর্ষে যেমন বৈদিক তথা হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি এক একটি পৃথক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনই হরিচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বৈদিকধর্মের প্রতিবাদী হিসাবে অবৈদিক মতুয়াধর্মেরও সৃষ্টি হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর আমরণ মতুয়াধর্মের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুখের বিষয়, জৈন, বৌদ্ধ, এবং শিখধর্মের লোকেরা যেভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করে থাকেন, আর সেই থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৈদিকধর্মই বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত। বৈদিকধর্মের কোনো ধর্মগ্রন্থেই অবশ্য 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নেই। তবু বৈদিকধর্মের সমস্ত লোকেরা বর্তমানে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। 'হিন্দু' একটি পারসিক শব্দ। এর অর্থ কালো, চাকর, দাস, দস্যু, পরাজিত ইত্যাদি। বিদেশী গ্রিক ও মুসলমান শাসকেরাই ভারতবর্ষের লোকদের হিন্দু নামে অভিহিত করে। ভারতীয় শাসকদের পরাজিত করে যখন এ দেশ দখল করে, তখন তারা এ দেশীয়দের কালো, পরাজিত বা চাকর অর্থে হিন্দু নামকরণ করে। সেই অর্থে সকল ভারতীয়েরাই হিন্দু এবং ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হয়। বর্তমানে হিন্দু বলতে শুধুমাত্র বৈদিকধর্মের লোকদেরই বুঝায়। তবেই বৈদিকধর্মের লোকেরা বিদেশীদের দ্বারা হিন্দু নামে অভিহিত হলেও বিদেশাগত আর্য-ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে প্রথমে হিন্দু বলতে রাজি ছিল না। এদেশীয় বৈদিকধর্মী লোকদের হিন্দু বলে মেনে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

গ্ল্যামারগার্ল নয়, জাহ্নবীর অন্য মিশন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাহ্নবী কাপুরের পোস্ট করা ছবি অনেকেরই হৃদয় ঘায়েল করেছে। এর সুবাদে 'স্নিগ্ধ', 'অপূর্ব', 'মায়াময়ী', 'অগ্নিকন্যা', 'আকর্ষণীয়'- এমন অনেক খেতাবও জুটেছে অনুরাগীদের কাছে। তারপরও গ্ল্যামার তারকা নয়, নিজেকে অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন লালন করেন জাহ্নবী। বলিউডের প্রথম সুপারস্টার অভিনেত্রী শ্রীদেবীর সুযোগ্য এই কন্যা সে কথা গণমাধ্যমেও বলেছেন একাধিকবার। যে কারণে গ্ল্যামার অভিনেত্রীর খোলস থেকে বেরিয়ে ভিন্ন সব চরিত্রে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন।

'গুঞ্জন সাপেনা: দ্য কারগিল গার্ল', 'রুহি', 'গুডলাক জেরি', 'মিলি' ছবি তার অন্যতম উদাহরণ। আরও একবার এই বলিউড তারকাকে নতুন এক চরিত্রে দেখার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শক। চলতি মাসের ২১ তারিখ মুক্তি পাচ্ছে তাঁর নতুন ছবি 'বাওয়াল'। যেখানে প্রথমবারের মতো জাহ্নবীর বিপরীতে দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানকে, যিনি ছবিতে অভিনয় করেছেন অজয় দীক্ষিত নামের একজন ইতিহাসের শিক্ষকের চরিত্রে। জাহ্নবী থাকছেন তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায়। ছবির কাহিনিতে দেখা যাবে একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেন অজয়। সবার কাছে যিনি অজ্জু ভাইয়া নামে পরিচিত। নিজ শহরে তিনি একজন ছোটখাটো সেলিব্রেটি। সেটি সৃজনশীল কোনো কাজের জন্য নয়, লোকসমাজে নিজের সম্পর্কে একটি মিথ্যা ইমেজ তৈরির জন্য। সবকিছু মিলিয়ে জীবনটা তাঁর ভালোই কাটছিল।

জীবন পরিক্রমা যে হঠাৎ বদলে যাবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। এটি সেই সময়ের কথা, যখন ইউরোপে বেড়ে চলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। অজয়কে বাধ্য করা হয় বিশ্বযুদ্ধে যাওয়ার জন্য। সে জন্য নববিবাহিত এই তরুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্ত্রী নিশাকে নিয়ে যাত্রা করেন ইউরোপের পথে। সেখানে প্রশ্ন ওঠে তাদের বিয়ে নিয়ে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধের মাঝেই আরেক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় অজয় ও নিশাকে। যুদ্ধ ও ভালোবাসার এমন এক আখ্যান তুলে ধরা হয়েছে 'বাওয়াল' ছবিতে। প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার কথায়, 'বাওয়াল ভারতীয় নয়, একে আন্তর্জাতিক ছবি বলতে চাই আমরা। কাহিনি, নির্মাণ, শিল্পীদের অভিনয় সবকিছু মিলিয়ে এমন দাবি করতেই পারি। এ কারণে ছবিটি একসঙ্গে ২০০টি দেশে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।'

শুধু প্রযোজক ও নির্মাতা নন, ছবির কলাকুলশীরাও 'বাওয়াল' সময়ের চাহিদাসম্পন্ন ছবি বলে মনে করেন। অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান, যিনি এ ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র জয় দীক্ষিতকে পর্দায় তুলে ধরেছেনু তাঁর কথায়, এটি অভিনয় ক্যারিয়ারের ভিন্ন স্বাদের একটি ছবি। যেখানে তাঁকে নতুনভাবে দর্শক আবিষ্কার করার সুযোগ পাবেন। একই মত অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুরেরও। তিনি বলেন, 'গুঞ্জন সাপেনা: দ্য কারগিল গার্ল ও মিলি ছবিতে নামভূমিকায় অভিনয় করে একটা বিষয় অনুধাবন করেছি, দর্শক ভিন্ন স্বাদের গল্পের জন্যই সিনেমা হলে ভিড় জমান। তারকাদের গ্ল্যামার সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে না। সে কারণেই অভিনয়ে নিজেকে ভেঙে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বাওয়াল এমন এক ছবি, যেখানে চরিত্রের ভেতরের মানুষটিকে দর্শক আলাদাভাবে আবিষ্কার করতে পারবেন। গল্প আর চরিত্রগুলো তাদের মনে ছাপ ফেলবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।'

মুক্তির আগে ধাক্কা খেল অক্ষয়ের 'ওএমজি-২'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বছরে অন্য নায়কদের তুলনায় বলিউড তারকা অক্ষয় কুমারের বেশি সিনেমা মুক্তি পায়। চলতি বছরে ১টি ছবি মুক্তি পেলেও তা বক্স অফিসে সুবিধা করতে পারেনি। ফ্লপ খাতায় নাম লিখিয়েছিল বলিউড খিলারির 'সেলফি'। ১১ অগস্ট মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল তার এ বছরের দ্বিতীয় সিনেমা 'ওএমজি-২'।

মঙ্গলবার ছবিটির টিজার প্রকাশ্যে এসেছে। তবে তার আগেই ধাক্কা খেল ছবিটি। মুক্তির মাত্র এক মাস আগে তাতে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সেন্সর বোর্ড তথা সিবিএফসি। সব দিক ভেবেচিন্তে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ না করে ছবিকে ছাড়পত্র দিতে নারাজ বোর্ড।

ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে, প্রভাস-কৃতি শ্যাননের 'আদিপুরুষ' নিয়ে সমালোচনা ও রোষের মুখে পড়তে হয় সেন্সর বোর্ডকে। শেষমেশ ছবির কিছু সংলাপ বদল করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। তাতেও লাভ হয়নি। বরং সাধারণ দর্শকের সামনে মুখ পুড়েছে সেন্সর বোর্ডের। 'আদিপুরুষ' নিয়ে এমন অভিজ্ঞতার পর আর তার পুনরাবৃত্তি চায় না সেন্সর বোর্ড। তাই 'ওএমজি ২'-এর মতো একটি ছবিকে ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করছে বোর্ড।

২০১২ সালে মুক্তি পেয়েছিলো 'ওএমজি: ওহ মাই গড' ছবিটির প্রথম সংস্করণ। বক্সঅফিসে বেশ হিটও হয়েছিল। এতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন অক্ষয় কুমার। এর প্রায় ১ দশক পর মুক্তি পেতে চলেছে অক্ষয়ের 'ওএমজি: ওহ মাই গড ২'। 'ওএমজি'-তে মহাদেবের ভূমিকায় দেখা যাবে অক্ষয়কে। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে অক্ষয়ের সেই লুক। দিন কয়েক আগে একটি ভিডিও পোস্ট করেন অক্ষয়। সেই ভিডিওতে দেখা যায়, মহাদেবের বেশে সেজেছেন তিনি। মাথায় জটা, গলায় নীল আভা, চোখেমুখে ভস্ম মেখে বারাণসীর রাস্তায় হাঁটছেন। চারপাশে তখন 'হর হর মহাদেব' রব। সিনেমার দেবদেবীদের চরিত্রায়ণ ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়টি এমনিই স্পর্শকাতর। সাধারণ দর্শকের ভাবাবেগে যাতে কোনও আঘাত না লাগে, সেই ভাবনা থেকেই এবার অতিরিক্ত সতর্ক সেন্সর বোর্ড।

অক্ষয় কুমার ছাড়াও এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী, ইয়ামি গৌতম এবং অরুণ গোভিল।

এবার 'জাওয়ান' এর প্রমীলা বাহিনীতে যোগ আরও এক অভিনেত্রী

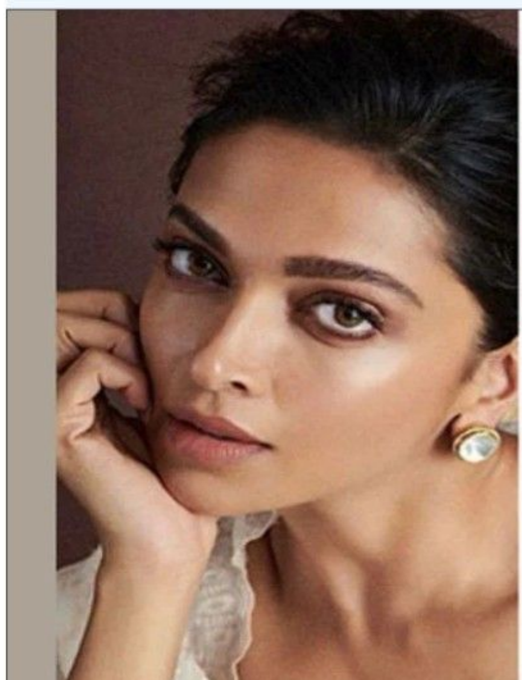

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বছরের শুরুতে 'পাঠান'-এর মতো ব্লকবাস্টার ছবির পর এবার 'জাওয়ান'-এর পালা। আরও একটি অ্যাকশন ও বিনোদনে ভরপুর ছবি নিয়ে ফিরছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। 'জাওয়ান'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকেই ছবির জন্য মুখিয়ে আছেন দর্শক ও অনুরাগীরা। সম্প্রতি ছবির প্রিভিউ মুক্তি পাওয়ার পর সেই উদ্দীপনা আরও বেড়ে গেছে। 'জাওয়ান' রূপে শাহরুখ তো ফিরছেনই, সঙ্গে থাকছেন নয়নতারা, দীপিকা পাড়ুকোনের মতো তাবড় তারকা অভিনেত্রীরা। প্রিভিউয়ে ইতোমধ্যেই ঝলক দেখা গেছে তাদের। পাশাপাশি রয়েছেন সান্য মালহোত্রা, প্রিয়ামণির মতো অভিনেত্রীরা। এবার জানা গেল, 'জাওয়ান'-এ শাহরুখের প্রমীলা বাহিনীতে এইসব অভিনেত্রী ছাড়াও যোগ দিতে চলেছেন আরও এক বলিউড নায়িকা। কে তিনি?

খবরে জানা গেছে, শাহরুখের প্রথম প্যান ইন্ডিয়ান ছবিতে বিশেষ চরিত্রে নাকি দেখা যেতে চলেছে বলিউড অভিনেত্রী কিয়ারা আদভানিকে। শুধু বিশেষ চরিত্রই নয়, শোনা যাচ্ছে একটি গানেও নাকি দেখা যাবে কিয়ারাকে। চলতি সপ্তাহেই নাকি একাধিকবার ওয়াইআরএফ স্টুডিওতে দেখা গেছে কিয়ারাকে।

অন্যদিকে, র‍্যাপ তারকা রাজা কুমারীর গানের জন্য গত কয়েক দিন ধরেই যশরাজের স্টুডিওতে শুটিং করছেন শাহরুখ ও নয়নতারা। জানা গেছে, ওই গানেই শাহরুখ ও নয়নতারার সঙ্গে নাকি দেখা যেতে পারে 'সত্যপ্রেম কি কথা' ছবির অভিনেত্রীকে।

গত ১০ জুলাই মুক্তি পেয়েছে 'জাওয়ান' সিনেমার প্রিভিউ। ২ মিনিট ১২ সেকেন্ড দৈর্ঘের প্রিভিউয়ে একাধিকরূপে ধরা দিয়েছেন শাহরুখ। সেখানে যেমন 'বাহুবলী'র আদলে তার আগমন আছে, তেমন 'জোকার'-এর আদলে মুখোশের পিছনে সেই বাঁকা হাসিও আছে। আবার 'মুন নাইট'-এর মতো গোটা শরীরে ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বর্শা হাতে ঘুরে দাঁড়ানোও আছে প্রিভিউয়ে। ছবির প্রচার ঝলকেই শাহরুখকে দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। পাশাপাশি নজর কেড়েছেন নয়নতারা ও দীপিকাও। এক ঝলক দেখা গেছে দক্ষিণী তারকা বিজয় সেতুপতি ও বলিউড অভিনেত্রী সান্য মালহোত্রাকেও। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে অ্যাটলি পরিচালিত এই ছবি।

আমির খানও নিজের উচ্চতা নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতেন!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেহারা ও লুক নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগেন অনেকেই। এ তালিকায় বিখ্যাত অনেক তারকারাও রয়েছেন। সম্প্রতি জানা গেছে, বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট নামে খ্যাত আমির খানও নিজের উচ্চতা নিয়ে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন।

সম্প্রতি আমিরের একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেটে, যেখানে তিনি বলেছেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার আগে নিজের উচ্চতা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তিনি। তিনি ভাবতেন যে লোকে তাকে 'টিঙ্গু' বলবে কিনা! আমির খান, রানী মুখার্জি এবং কারিনা কাপুর যখন তাদের সিনেমা 'তালাশ' এর প্রচারণায় নেমেছিলেন, ভিডিওটি সেই সময়কার। রানী মুখার্জি তখন দাবি করেছিলেন যে তিনি বলিউড ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে খাটো অভিনেত্রী, তাই আমিরেরও হৃদয়ের অনেক কাছের তিনি! রানীর এই কথা থেকেই উচ্চতার প্রসঙ্গা সে। তবে রানী মুখার্জি এও বলেছিলেন, একজন মানুষের উচ্চতা নির্ভর করে সে জীবনে কী করেছে এবং তার ব্যক্তিত্ব কেমন, সেটার উপর। আর আমিরের ব্যক্তিত্ব যে পর্বতসম তা সকলেরই জানা।

কিন্তু আলোচনায় উচ্চতার প্রসঙ্গা আসতেই আমির খান বলেন, অমিতাভ বচ্চন এই ইন্ডাস্ট্রিতে রাজত্ব করেছেন এবং তিনি ছিলেন খুবই লম্বা একজন অভিনেতা। তাই আমির নিজের উচ্চতা নিয়ে ভয় পেতেন। তিনি ভাবতেন লোকজন তাকে 'টিঙ্গু' বলে ক্ষ্যাপাবে কিনা।

কিন্তু আমিরকে বলিউডের সবাই ভালোবেসেছেন এবং সাদরে গ্রহণ করেছেন। তবে আমির জানান যে, এখনও নিজের কিছু বিষয় নিয়ে তার মধ্যে দ্বিধা কাজ করে।

উইম্বলডন থেকে
রিবাকিনার বিদায়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রথম সেটটা ভালোই কাটে এলিনা রিবাকিনার। লড়াই করে হলেও প্রথম সেট জিতে নেন। কিন্তু পরের দুই সেটে দেখা গেল ভিন্ন চিত্র। জয় দিয়ে শুরু করেও পরের দুই সেটে তিউনিসিয়ার টেনিস খেলোয়াড় ওন্স জাবেরের সামনে দাঁড়াতেই পারলেন না গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিবাকিনা। উইম্বলডনের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিতে হলো কাজাখস্তানের রিবাকিনাকে।

নারী এককের কোয়ার্টার-ফাইনালে ষষ্ঠ বাছাই জাবেরের কাছে ৬-৭ (৫-৭), ৬-৪, ৬-১ গেমে হারেন রিবাকিনা। উইম্বলডনের গত আসরের ফাইনালে রিবাকিনার কাছে হেরেই স্বপ্ন ভেঙেছিল জাবেরের। এবার সেই রিবাকিনাকে হারিয়েই ফাইনালের পথে আরেকধাপ এগিয়ে গেলেন তিউনিসিয়ার তারকা।

সেমিফাইনালে আরিনা সাবালেঙ্কার মুখোমুখি হবেন জাবের। সাবালেঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন কিসকে সরাসরি সেটে হারিয়ে সেমিতে জায়গা করে নেন।

অন্যদিকে পুরুষ এককের এক কোয়ার্টার ফাইনালে ৪-৬, ৬-১, ৬-৪, ৬-৩ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন নোভাক জকোভিচ। আগামীকাল শুক্রবার সেমিফাইনালে অষ্টম বাছাই ইতালির জ্যানিক সিনারের মুখোমুখি হবেন জকোভিচ।

আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে ২০ বছরের তরুণ হোলগার রুনকে ৭-৬ (৭-৩), ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিতে উঠলেন স্পেনের কার্লোস আলকারাজ।

বিরল রেকর্ডে নাম লেখালেন অশ্বিন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের রান তখন ৩১। স্ট্রাইকে তেজনারায়ণ চন্দরপল, বল করছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বোল্ড করলেন চন্দরপলকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারাল প্রথম উইকেট। খুব আহামরি কিছু নয়। ক্রিকেট খেলাটাই তো এমন। কিন্তু, এই একটি উইকেটে টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৬ বছরের ইতিহাসে বিরল এক কীর্তি গড়লেন অশ্বিন।

১২ জুলাই থেকে শুরু হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ-ভারত টেস্টে তেজনারায়ণ চন্দরপলকে আউট করে বাবা-ছেলে দুজনকেই আউট করা প্রথম ভারতীয় বোলার হলেন অশ্বিন।

তেজনারায়ণের বাবা কিংবদন্তি ব্যাটার শিবনারায়ণ চন্দরপল। ২০১১ সালে নিজের অভিষেক টেস্টে শিবনারায়ণকে আউট করেছিলেন অশ্বিন। এক যুগ পর করলেন ছেলেকে। প্রথম ভারতীয় হলেও ক্রিকেটে তিনিই প্রথম বোলার নন। অশ্বিনের আগে টেস্টে বাবা-ছেলেকে আউট করার কীর্তি আছে আরও চার বোলারের। তবে মজার ব্যাপার হচ্ছে, বোলার আলাদা পাঁচজন হলেও বাবা-ছেলের জুটিটা দুজনের। তিনবার আউট হয়েছেন শিব-তেজ, বাকি দুবার নিউজিল্যান্ডের বাবা ল্যান্স কেয়ার্ন্স ও ছেলে ক্রিস কেয়ার্ন্স।

গতকাল প্রকাশিত ইএসপিএনক্রিকইনফোর একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, সবার আগে বাবা ছেলেকে আউট করার কীর্তি গড়েন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ইয়ান বোথাম। ১৯৭৮ সালে বাবা ল্যান্স কেয়ার্ন্সকে আউট করেন এবং ১৯৯২ সালে ক্রিস কেয়ার্ন্সকে আউট করে প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকে এমন কিছু দেখান তিনি।

কেয়ার্ন্স জুটিকে এরপর নিজের শিকার বানান পাকিস্তানি কিংবদন্তি ওয়াসিন আকরাম। ১৯৮৫ সালে বাবাকে ও ১৯৯৫ সালে ছেলেকে আউট করে বোথামের পাশে বসেন তিনি। গত শতাব্দীতে আর এমন কিছু দেখেনি ক্রিকেট দুনিয়া। চলতি শতাব্দীতে দেখেছে তিনবার।

শিবনারায়ণ চন্দরপলকে ২০১১ সালে ভারতের অশ্বিন, ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মিশেল স্টার্ক ও ২০১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সাইমন হারমার আউট করেন। বাবার পর ছেলে তেজনারায়ণ চন্দরপলকে স্টার্ক আউট করেন ২০২২ সালে, অশ্বিন ও হারমার চলতি বছর।

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ার সেরা
অবস্থানে ট্রাভিস হেড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হেডিংলি টেস্টে দল হারলেও ব্যাট হাতে ভালো করেছেন ট্রাভিস হেড। যার প্রভাব পড়েছে র‍্যাঙ্কিংয়ে। সাদা পোশাকের সংস্করণে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় ক্যারিয়ার সেরা দুই নম্বরে জায়গা করে নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ বুধবার (১২ জুলাই) প্রকাশ করেছে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি। সতীর্থ স্টিভেন স্মিথ ও মার্নাস লাবুশেনকে টপকে গেছেন হেড। অ্যাশেজ সিরিজের তৃতীয় টেস্টে দুই ইনিংসে যথাক্রমে ৩৯ ও ৭৭ রান করেন হেড। এই পারফরম্যান্সে র‍্যাঙ্কিংয়ে দুই ধাপ এগিয়েছেন তিনি। হেডের বর্তমান রেটিং পয়েন্ট ৮৭৪। শীর্ষে থাকা নিউ জিল্যান্ডের কেন উইলিয়ামসের চেয়ে ৯ পয়েন্ট পিছিয়ে তিনি। গত জুনে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বিস্ফোরক এক সেঞ্চুরি করে তিন নম্বরে ওঠেন হেড। যা তার আগের সেরা র‍্যাঙ্কিং। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ উইকেটে হেরে যাওয়া টেস্টে তেমন কিছু করতে না পারা স্মিথ ও লাবুশেনের অবনতি হয়েছে। দুই ধাপ করে নিচে নেমে এখন আছেন তারা যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে। ইংলিশ তারকা ব্যাটসম্যান জো রুট এক ধাপ পিছিয়ে ছয় নম্বরে। এতে না খেলেই তিন ধাপ এগিয়ে এখন তিনে পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম।

প্রায় চার বছর পর টেস্টে ফেরার ম্যাচটি দারুণ এক সেঞ্চুরিতে রাঙান মিচেল মার্শ। ১১৮ রানের ইনিংসের সুবাদে র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢুকেছেন অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার, আছেন ৮৯তম স্থানে। ওই হেডিংলি টেস্টে লক্ষ্য তাড়ায় ৭৫ রান করা ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক ক্যারিয়ার সেরা দ্বাদশ স্থানে উঠে এসেছেন। প্রথম ইনিংসে ৮০ রান করা ইংলিশ অধিনায়ক বেন স্টোকস ৫ ধাপ এগিয়ে এখন ১৮ নম্বরে। ৮ ধাপ এগিয়ে ৪৮তম স্থানে জ্যাক ক্রলি।

নতুন ঠিকানায়
নিজের সেরাটা দিতে প্রস্তুত মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোপ ছেড়ে নতুন ঠিকানায় পাড়ি দিয়েছেন লিওনেল মেসি। বেছে নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। এরই মধ্যে পরিবার নিয়ে মায়ামিতে পৌঁছে গেছেন বিশ্বকাপজয়ী তারকা। নতুন ঠিকানায় মাঠে নামার নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে মুখিয়ে আছেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

মেসিকে কেন্দ্র করে আগামী ১৬ জুলাই মায়ামি নিজেদের মাঠে 'মেজর আনভেইলিং ইভেন্ট' নামের একটি আয়োজন রেখেছে। সেদিনই সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ীকে সমর্থকদের সামনে উপস্থিত করাবে ক্লাবটি। ইভেন্ট ও নতুন ক্লাবের হয়ে মাঠে নামতে অবশেষে মায়ামিতে পৌঁছেছেন মেসি। মায়ামির লডারডেলে পরিবারসহ পৌঁছে গেছেন মেসি। নতুন ঠিকানায় নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আর্জেন্টিনার একটি টিভি চ্যানেলকে বিশ্বকাপজয়ী তারকা বলেছেন, 'আসলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা নিয়ে আমি আনন্দিত। নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে আমি প্রস্তুত ও মুখিয়ে আছি।'

আর্জেন্টাইন অধিনায়ক আরও বলেন, 'এখানেও আমার মানসিকতা ও ভাবনা একই থাকবে। অবশ্যই চেষ্টা করব নিজের জন্য ও ক্লাবের জন্য আমার সর্বোচ্চটা ঢেলে দিতে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করে যেতে।'

এদিকে মেসির আগমনকে ঘিরে পুরো মায়ামি শহরজুড়ে চলছে সাজ সাজ রব। এমএলএসে মেসি যোগ দেওয়ার ঘোষণার পর থেকেই বদলে গেছে সেখানকার ফুটবলের চিত্র। মায়ামিতে যার ছোঁয়া লেগেছে আরও বেশি। শহরের দেয়ালে আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিশাল প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন এক চিত্রশিল্পী।

মেসির আসা উপলক্ষে এবার সেই প্রতিকৃতিতে নতুন করে রঙ করানো হয়। যার তদারকি করছেন খোদ ইন্টার মায়ামি ক্লাবের অন্যতম মালিক ডেভিড বেকহাম। গত সোমবার (১০ জুলাই) বেকহামের স্ত্রী ভিক্টোরিয়া বেকহাম নিজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে একটি ভিডিও পোস্ট করেন।

সেই ভিডিওতে দেখা যায়, ক্রেনে চড়ে মেসির ছবিতে রঙ করছেন বেকহাম। বিশেষ করে দাঁতগুলোতে সাদা রঙ করছেন। ভিডিওর ক্যাপশনে নিজের স্বামীর একটু প্রশংসা করে এবং মেসির আসা নিয়ে একসঙ্গে ভিক্টোরিয়া বেকহাম লেখেন, 'ডেভিড বেকহাম কী না পারে? আর অল্প কয়েকদিন আছেন, মেসি সোজা এখানেই আসবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি তার দাঁতগুলোকে বেকহাম সাদা করছে।'

এখন পর্যন্ত মেসির চুক্তির ব্যাপারে মায়ামি কিছু না জানালেও ২১ জুলাইয়ের আগেই দুই পক্ষের আনুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পন্ন হবে তা একপ্রকার নিশ্চিত। কারণ, ২১ জুলাই লিগ কাপে ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে অভিষেক হবে মেসির। ধারণা করা হচ্ছে, ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তিনি আড়াই বছরের চুক্তি করবেন। তবে সবকিছু জানা যাবে, আনুষ্ঠানিক চুক্তির পর!

অভিধানের পাতায় পেলে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ডিসেম্বরে প্রয়াত হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল কিংবদন্তী পেলে। মারা যাওয়ার তিন মাস পরে অভিধানে জায়গা পেলো তার নাম। ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকা পেলে এখন জায়গা করে নিলেন অভিধানের পাতায়। ব্রাজিলের একটি পর্তুগিজ অভিধানে 'পেলে' শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেখানে পেলে শব্দের অর্থ হিসাবে লেখা হয়েছে, 'এমন একজন যিনি ব্যতিক্রমী, অতুলনীয়, অনন্য'। এক শব্দে, যিনি 'সেরা'।

বুধবার মিশেলিস অভিধানের পক্ষ থেকে এই ঘোষণা করা হয়। পেলে ফাউন্ডেশন পেলের নামটি অভিধানে যুক্ত করতে প্রচারণা চালায়। প্রায় এক লাখ ২৫ হাজার মানুষ সই করে পেলের নাম অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন। মিশেলিস কর্তৃপক্ষ বলেছে, পেলে শব্দের অর্থ হল, 'এমন একজন যিনি অসাধারণ, বা পেলের মতোই নিজের গুণমান, মূল্যবোধ এবং শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যার সঙ্গে কারও তুলনা করা চলে না। এডসন আরান্টেস দো নাসিমেন্তোর মতোই যিনি ব্যতিক্রমী, অতুলনীয় এবং অনন্য। উদাহরণ: অমুক বাস্কেটবলের পেলে, অমুক টেনিসের পেলে, অমুক ব্রাজিলীয় থিয়েটারের পেলে ইত্যাদি।'

দেশের অন্যতম সেরা অভিধানে পেলে ঠাঁই পাওয়ায় প্রবল খুশি পেলে ফাউন্ডেশন এবং স্যান্টোস এফসি। পেলে জীবনের বেশিরভাগ সময় খেলেছেন স্যান্টোসের হয়ে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পেলের অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে লেখা হয়েছে, 'এতদিন সেরা বোঝাতে যার নাম বারবার ব্যবহার করা হতো তা এবার অভিধানে ঠাঁই পেল। অভিধানে পেলের নাম যুক্ত করে আমরা ইতিহাস তৈরি করেছি। পেলের অর্থ হল: 'সবার সেরা'।'

গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পেলে। দেশের হয়ে তিনবার বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড রয়েছে এই তারকার। পুরো ক্যারিয়ারে এক হাজারের বেশি গোল আছে পেলের। যার মধ্যে জাতীয় দলের হয়ে ৯২ ম্যাচে ৭৭ গোল তার। ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবেই বিবেচিত হয় পেলের নাম।

যুক্তরাষ্ট্রে পা রেখেই ভক্তদের চমকে দিলেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফরাসি ক্লাব পিএসজি অধ্যায় শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে নাম লিখিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। আগামী ১৬ জুলাই ক্লাবটির জার্সিতে সমর্থকদের সামনে উপস্থিত হবেন তিনি। এর আগে একটি প্রমোশনাল ভিডিওতে শেফের ভূমিকায় হাজির হয়ে ভক্ত-সমর্থকদের রীতিমত চমকে দিলেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

গতকাল বুধবার (১২ জুলাই) জনপ্রিয় ফুটবলভিত্তিক ওয়েবসাইট গোল ডটকমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, হার্ড রক নামের জনপ্রিয় একটি ক্যাফেতে শেফের ভূমিকায় দেখা গেছে মেসিকে। ওই ভিডিওতে আর্জেন্টাইন তারকা একটি স্যান্ডউইচ তৈরি করেছেন। যার নাম 'মেসি চিকেন স্যান্ডউইচ'।

২০২১ সাল থেকে হার্ডরক ক্যাফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন মেসি। এরই ধারাবাহিকতায় এবার নিজের নামে স্যান্ডউইচ আনলেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। ইনস্টাগ্রামে ওই ভিডিওটি প্রকাশ করে মেসি লেখেন, 'আরও একটি স্বপ্ন সত্যি হলো। নতুন মেসি চিকেন স্যান্ডউইচের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। হার্ডরক ক্যাফের সঙ্গে মিলে এটা বানিয়েছি। আশা করি আপনারা উপভোগ করবেন।'

আগামী ১৬ জুলাই আর্জেন্টাইন তারকা ফুটবলারকে সবার সঙ্গে পরিচয় করানো হবে। সেদিন ঘরের মাঠ ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে 'মেজর আনভেইলিং ইভেন্ট' নামে এক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে মায়ামি। পরিচয়পর্বের দিন বিনোদন, মাঠে বক্তব্য দেওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে আরও কিছু অনুষ্ঠানসূচি রেখেছে ক্লাবটি। মেসির সঙ্গে মায়ামিতে নতুন আসা খেলোয়াড়দের পরিচয় করিয়ে দেবে এমএলএসের ক্লাবটি। আর এমএলএসে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারের অভিষেক হওয়ার কথা ২১ জুলাই। ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ডিডিআর মাঠে প্রথমবারের মতো সাতবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী মেসি নামবেন মায়ামির হয়ে।

কেনের জন্য সম্ভাব্য
সব চেষ্টা পিএসজির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিলিয়ান এমবাপ্পে পিএসজি ছাড়তে পারেন। চলতি মৌসুমে নয়তো আগামী মৌসুমে। বিষয়টি মাথায় রেখেই নতুন প্রজেক্ট নিয়ে ভাবছে কাতারি পেট্রো ডলারে চলা প্যারিসের ক্লাবটি। ওই প্রজেক্টের ভাবনায় চার দামী তারকায় চোখ রেখেছে লিগ ওয়ান চ্যাম্পিয়ন দলটি। তারা হলেন- টটেনহ্যামের ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেন, নাপোলির নাইজেরিয়ান স্ট্রাইকার ভিক্টর ওসিহমেন, জুভেন্টাসের নাম্বার নাইন ও রাইট উইঙ্গে খেলতে পারা সার্বিয়ান তরুণ ডুসন ভ্লাহোভিক ও জার্মান ক্লাব ইনট্রাক ফ্রাঙ্কফুটে খেলা ফ্রান্স স্ট্রাইকার রান্দাল কোলো মুয়ানি। এই চার স্ট্রাইকারের কাউকে ৮০ মিলিয়নের কমে পাওয়ার আশা করা বোকামি। তাদের কেনার লড়াইয়ে আছে বড় বড় ক্লাব। এর মধ্যে ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেনকে টপ টার্গেট করেছে পিএসজি। তাকে দলে ভেড়াতে প্যারিসের ক্লাবটি সম্ভাব্য সব চেষ্টা করবে বলে জানিয়েছে সংবাদ মাধ্যম আরএমসি স্পোর্টস। হ্যারি কেনের জন্য পিএসজি এরই মধ্যে ৮৫ মিলিয়ন পাউন্ড বা ১০০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব করেছে বলে জানিয়েছে আরএমসি। জুভেন্টাসের ভ্লাহোভিকে আগ্রহ কমিয়ে হ্যারি কেনের বিষয়ে এরই মধ্যে টটেনহ্যামের সঙ্গে নাকি আলাপও শুরু করেছে লা প্যারিসিয়ানরা। এর আগে হ্যারি কেনকে কিনতে চেয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু এমবাপ্পের দলবদলের খবর বাজারে আসতেই কেনের বিড থেকে সরে এসেছে লস ব্লাঙ্কোসরা। ইংলিশ স্ট্রাইকারকে কিনতে চায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এবং বায়ার্ন মিউনিখও। তবে দামটা স্পার্সরা ১০০ মিলিয়ন ইউরোর নিচে নামাবে বলে মনে হয় না।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR